যুগান্তর

তারিখ ... 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৬ ...

ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা

আরও সময় চেয়েছে দুই তদন্ত কমিটি

আলাউদ্দিন আরিফ

নববর্ষে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত ডিএমপি কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির কাছে বক্তব্য দিয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা। তারা হামলায় দায়ী পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। ১০ যে বর্বর হামলার ঘটনায় পুলিশ সদর দফতর ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। দুই কমিটির একটিও নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে পারেনি। পুলিশ সদর দফতরের করা কমিটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আরও ১০ দিন সময় চেয়েছে। এছাড়া ডিএমপির করা তদন্ত কমিটি সময় চেয়েছে আরও সাত দিন।

গত দুই দিনে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ৪ নেতা ও হামলায় আহত ৬ নেতাকর্মী পুলিশ সদর দফতরের তদন্ত কমিটির কাছে বক্তব্য দেন। মঙ্গলবার কমিটির কাছে বক্তব্য দেন হামলায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দী, ছাত্র ইউনিয়নের কবি নজরুল কলেজ শাখার সভাপতি দীপক শীল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সমাজবল্যাণ সম্পাদক রাফী আল-আমিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইসমাত জাহান জো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সদস্য রাজিব দাসসহ ৬ জন। এর আগে কমিটির কাছে বক্তব্য দেন ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসান তারেক্ব, সাধারণ সম্পাদক লাভলী আক্তার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক তুহিন কান্তি দাসসহ ৪ জন।

তদন্ত কমিটির কাছে কি বক্তব্য দিয়েছেন জানতে চাইলে লিটন নন্দী যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা মোট ১০ জন পুলিশ সদর দফতরের করা তদন্ত কমিটির কাছে বক্তব্য দিয়েছি। আমরা নিজেরাই ঘটনার ভিডিও করেছি এবং ছবি তুলেছি। সেগুলো কমিটির কাছে দিয়েছি। তারাও কিছু ফুটেজ ও ছবি দেখিয়ে আমাদের কাছে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছে। যে একজনকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে ছাড়াও ঘটনার সময় হামলাকারী আরও একজন পুলিশ সদস্যকে শনাক্ত করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের চেহারা স্পষ্ট ছিল না। আমরা নির্দিষ্টভাবে কারও নাম-পদবি জানাতে পারিনি। আমরা শুধু ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেছি। কমিটি আমাদের আশ্বস্ত করেছে তারা নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, এ হামলার পাশাপাশি নববর্ষের দিন যারা নারীদের যৌন নিপীড়ন করেছে তাদেরও শাস্তি দাবি করেছি।

বক্তব্য দেয়ার আগে ওইদিন নির্মম হামলার শিকার ইসমাত জাহান জো বলেন, যারা হামলা করেছে দেখা যাবে কিছুদিন পর তাদের প্রমোশন হয়ে গেছে। মাত্র একজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যরা বহাল তবিয়তেই আছেন। কিছু পুলিশ সদস্য টিএসসির নরপশুদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ইসমাত জাহান আরও বলেন, পুলিশ আমাকে ধর ধর বলে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে। দৌড়ে পালানোর সময় চুলের মৌপা ধরে ফেলে বেধড়ক পিটিয়েছে।